অঙ্গীকারের শক্তি

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ, বেঙ্গালুরু, ভারতবর্ষ দ্বারা মুদ্রিত ও বণ্টিত।
বর্তমান সংস্করণ: 2024

যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন নম্বর: +91-80-25452617
ই-মেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি বাংলা পুরাতন সংস্করণ, (BSI) বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট © 2016। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব
অল পিপলস চার্চের সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই প্রকাশনার বিনামূল্যে বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই বিনামূল্যের প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আপনাকে অল পিপলস চার্চ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশনা মুদ্রণ এবং বিতরণে সহায়তা করার জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যদি জানতে চান যে কীভাবে আপনি এই অবদান করতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইটে যান অথবা এই পুস্তকের পিছনে "অল পিপলস চার্চ-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন। ধন্যবাদ!

বিনামূল্যের সম্পদ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি
প্রচার: apcwo.org/sermons | **পুস্তক:** apcwo.org/books | **চার্চ অ্যাপ:** apcwo.org/app
বাইবেল কলেজ: apcbiblecollege.org | **ই-লার্নিং:** apcbiblecollege.org/elearn
পরামর্শ দান: chrysalislife.org | **সঙ্গীত:** apcmusic.org
পরিচর্যাকারীদের সহভাগীতা: pamfi.org | **APC ওয়ার্ল্ড মিশনস্:** apcworldmissions.org

(Bengali – The Power of Commitment)

অঙ্গীকারের শক্তি

সূচীপত্র

ভূমিকা

1. একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 1

2. অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার মূল্য 3

3. আপনি কি অঙ্গীকারবদ্ধ? 7

ভূমিকা

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এমন একটা গুণ যা বর্তমান যুগে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, সেটা বাইরের জগতে হোক অথবা মণ্ডলীর মধ্যে হোক। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরা সেই কাজগুলি করতে পছন্দ করে যা তাদের কাছে সুবিধাজনক এবং অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষদের খুঁজে বের করা আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ হল কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত ও আনুগত্য হওয়া। এর অর্থ হল যে আমাদের মধ্যে একটি দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমরা তখনই অঙ্গীকারবদ্ধ হই যখন আমরা কোনো একটি বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে ও অপরিবর্তনশীল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি এবং সেটাতেই অনড় থাকি। অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া হল কোনো কিছুর প্রতি আমাদের নিষ্ঠাকে ব্যক্ত করা।

উদাহরণস্বরূপ, যে কথাগুলি আমরা মুখ দিয়ে বলে থাকি সেইগুলিকে বিবেচনা করুন। "সময়" সম্পর্কে যে প্রতিজ্ঞাগুলি করে থাকি, সেইগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। আমরা বলি যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করবো এবং তারপর সেই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত উদাসীন হয়ে পড়ি। আমরা আধ ঘণ্টা পরে পৌঁছেও মনে করতে পারি যে এটা ত স্বাভাবিক। কিন্তু এটা দেখায় যে আমরা আমাদের মুখের কথার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নই। যখন আমরা বলি যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করবো, তখন আমরা যেন সেই সময়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি। আমি এটা বলতে লজ্জিত বোধ করছি যে অনেক সময়ে পালকেরা ও ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা সময় পালন করার বিষয়ে দুর্বল প্রমাণিত হয়ে থাকে। আপনি যদি একজন ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হন, তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে আপনি আপনার মুখের কথার প্রতি অঙ্গীকার প্রমাণ করতে পারেন, সেটা হল সময় পালন করা। যখন আপনি কিছু বলেন, তখন সেটাকে গুরুত্ব দিন ও সেটাকে পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করুন।

বাইবেল আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। প্রভু যীশু বলেছেন, *"কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং*

ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না" (মথি 6:24)। যীশু এখানে আমাদের জন্মগত স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষ কখনই দুটো বিষয়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে পারে না যা পরস্পরের প্রতি বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঈশ্বর ও জগতকে একই সময়ে সেবা করতে পারি না। আমরা যেকোনো একটির প্রতি বেশী অঙ্গীকারবদ্ধ হবো। জগতের বন্ধু এবং একই সময়ে ঈশ্বরের বন্ধু হওয়া সম্ভব না। *"হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে"* (যাকোব 4:4)। আমরা হয় ঈশ্বরের বন্ধু হবো অথবা জগতের বন্ধু হবো। দুই দিকেই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদেরকে যেকোনো একটি মালিকের অধীনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আছে। যীশু আমাদেরকে তাঁর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করেন এবং খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে একটি শক্তিশালী অঙ্গীকার গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই পুস্তকটি অঙ্গীকারের শক্তির উপর জোর দেয় এবং আপনার সকল কাজকর্মের মধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে।

ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন!
আশীষ রায়চুর

I

একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

কী করে বলতে পারবো যে কোনো কিছুর প্রতি আমরা বাস্তবে অঙ্গীকারবদ্ধ কিনা?

যেকোনো মূল্য দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক হওয়া

কোনো ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি সেই আহ্বানকে পূর্ণ করার জন্য যেকোনো মূল্য দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক থাকবে। কিছু কিছু মানুষেরা ঈশ্বরের সেবা করতে চায় কিন্তু তারা সেই স্থানে পৌঁছানোর জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে চায় না, যেখানে ঈশ্বর তাদের নিয়ে যেতে চান। যদিও আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে একটি পরিকল্পনা ও আহ্বান রয়েছে, কিন্তু এই বিষয়গুলি নিজে থেকে আপনার কাছে প্রকাশিত হবে না। আপনি হলেন ঈশ্বরের একজন সহ-কর্মী এবং একজন কর্মী হিসেবে কাজ করার প্রয়োজন আছে আপনার! ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগস্বীকার করার জন্য আহ্বান করতে পারেন যাতে তাঁর উদ্দেশ্যগুলি আপনার জীবনে প্রকাশিত হতে পারে। আপনি যদি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন, তাহলে আপনার থেকে যেকোনো বিষয়ের ত্যাগস্বীকার যাচঞা করা হোক না কেন, আপনি সেটা করবেন।

বাইবেল কয়েকজন বিশ্বাসীদের বিষয়ে উল্লেখ করেছে, *"আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই"* (প্রকাশিত বাক্য 12:11)। এই ব্যক্তিরা এতটাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, যে তারা তাদের জীবন ত্যাগ করার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। আমরা যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হই, তাহলে কোনো মূল্যই অনেক বড় নয়, এমনকি সেটা যদি আমাদের মালিকের জন্য আমাদের প্রাণ ত্যাগ করাও হয়ে থাকে।

সকল বাধা অতিক্রম করার জন্য ইচ্ছুক হওয়া

একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সেই অঙ্গীকারকে যত্ন সহকারে রক্ষা করার জন্য যেকোনো বাধা অতিক্রম করার জন্য ইচ্ছুক থাকবেন। সেই ব্যক্তি সহজে হার মেনে নেয় না এবং সমাধানের জন্য সহজ পথ অন্বেষণ করে না। এই ব্যক্তি তার

অঙ্গীকারকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। তার পথে যেকোনো বাধাই আসুক না কেন, সেই ব্যক্তি লেগে থাকবে ও সেই অঙ্গীকারকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো বিষয়কে অতিক্রম করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবে। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে অঙ্গীকারবদ্ধ নন, সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র সুবিধাজনক পরিস্থিতিতেই তার প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। যখনই পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়বে, সেই ব্যক্তি কিছু পরিবর্তন করতে চাইবে যাতে তাকে তার প্রতিজ্ঞা না রাখতে হয়।

অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকার ক্ষমতা

যখন কোনো ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে রাখবে এবং সহজে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কিছুর প্রতিই অঙ্গীকারবদ্ধ নন, সে ভেসে যাবে এবং সেইদিকে যাবে যেদিকে সুবিধা রয়েছে।

লূক 9:57-62

57 তাঁহারা পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব।

58 যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।

59 আর এক জনকে তিনি বলিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। কিন্তু সে কহিল, প্রভু, অগ্রে আমার পিতার কবর দিয়া আসিতে অনুমতি করুন।

60 তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিউক; কিন্তু তুমি গিয়া ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা কর।

61 আর এক জন কহিল, প্রভু, আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীর লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি করুন।

62 কিন্তু যীশু তাহাকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছনে ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

যীশু আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে যখন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং এই কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত নিই যে, "প্রভু, আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব", তখন সেই বিষয়ে কোনো দুটো পথ নেই। যীশুর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আমাদেরকে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে ও সকল পার্থিব টানগুলিকে আলগা করে দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু, যীশু আমাদেরকে পরিবার ও প্রিয়জনদের ভুলে যেতে বলছেন না। বিষয়টি এই যে, যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ, সে তার লক্ষ্যকে স্থির করে রাখে। এমনকি সেই ব্যক্তি তার গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক দায়িত্বগুলির দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হবে না। এইগুলির মধ্যে কোনো কিছুই সেই ব্যক্তির মনকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার আহ্বান থেকে সরাতে পারবে না।

2

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার মূল্য

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার মূল্য কী? যখন সবাই তাদের সুবিধা মতন কাজ করছে, তখন আপনি ও আমি কেনই বা পৃথক হবো এবং অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবো? অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার উপকারিতাগুলি কী কী?

শক্তি, স্থিরতা, এবং নিশ্চয়তা

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আমাদের জীবনে শক্তি, স্থিরতা ও নিশ্চয়তার একটা মাত্রা নিয়ে আসে যা আমাদের কঠিন সময়ের মধ্যেও অনড় করে রাখবে।

যাকোব ।:৪
সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির।

বিশ্বাসে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, সেটা শেখানোর পর, একজন দ্বিমনা ব্যক্তির বিষয়ে একটি সাধারণ মন্তব্য করে যাকোব তার শিক্ষার একটা সারমর্ম দেন। একজন দ্বিমনা ব্যক্তি অস্থির ও অ-নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এর বিপরীতটাও সত্য। একজন একমনা ব্যক্তি - যে তার "মনকে স্থির" করে নিয়েছে, সেই হল একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি - যিনি স্থির ও অনড়।

আশীর্বাদ

যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, তার তুলনায় একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি অনেক বেশী আশীর্বাদ উপভোগ করবে।

হিতোপদেশ 28:20
বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্ব্বাদ পাইবে।

একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি। তার সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার তাকে বিশ্বস্ত করে তোলে। যে ব্যক্তি শিথিল উদ্যম নিয়ে কাজ করে, সে একজন সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে কাজটি করে থাকা ব্যক্তির মত উপভোগ করতে পারবে। নিঃসন্দেহে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে কাজটি করে সে অনেক ভাল ভাবে করতে পারবে ও অনেক বড়

পুরস্কার লাভ করবে।

আমাদের শারীরিক দেহের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করুন। ঈশ্বর চেয়েছেন একটি দেহ হিসেবে কার্যকারী হওয়ার জন্য দেহের অঙ্গগুলি যেন একসঙ্গে যুক্ত থাকে। আপনি কখনই এমনটি লক্ষ্য করেন না যে আজকে আপনার হাত আপনার দেহের সাথে যুক্ত আছে এবং আগামীকাল ভেসে ভেসে অন্য কারুর দেহের সাথে যুক্ত হচ্ছে। আপনি এমনটিও লক্ষ্য করেন না যে আজকে আপনার হৃদয় আপনার দেহকে রক্ত সঞ্চালন করছে এবং আগামীকাল অন্য কারুর দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন করছে। ঈশ্বর যদি আমাদের দেহের অঙ্গগুলিকে আলাদা হয়ে এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করতেন, তাহলে আমাদের দেহের অঙ্গগুলি - হৃদয়, ফুসফুস, হাত, চোখ - এই সবকিছু চারিদিকে ভেসে বেড়াতো। যেকোনো সময়ে এই অঙ্গগুলি একসঙ্গে এসে কিছু কাজ করত, তারপর আবার আলাদা হয়ে যেত। এটা অত্যন্ত অবাস্তবিক একটা বিষয় হত এবং আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের শারীরিক দেহকে এইভাবে কার্যকারী করার জন্য উদ্দেশ্য করেননি। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দেহের অঙ্গকে অন্যান্য দেহের সাথে যুক্ত করার বিষয়টিকে সম্ভব করে তুলেছে, সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম হল যে আপনার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আপনার দেহের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে এবং তখনই সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে যখন সেটা আপনার বাকি দেহের সাথে যুক্ত থাকে। একসঙ্গে, আপনার দেহ অনেক কিছু কার্যসাধন করতে পারে।

আমাদের শারীরিক দেহ আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য একটা "বার্তা" প্রদান করেছে, যেটা হল সম্পূর্ণ খ্রীষ্টের দেহের একটা অঙ্গ। যখন আমরা স্থানীয় মণ্ডলীর কথা চিন্তা করি, আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি যে লোকেরা একটা মণ্ডলী থেকে আরেকটা মণ্ডলীতে আসা-যাওয়া করে। ঈশ্বর এই ভাবে তাঁর লোকেদের জন্য খ্রীষ্টিয় জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে একটা স্থানীয় মণ্ডলীতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে, যেখানে ঈশ্বর তাকে রেখেছেন বলে সে বিশ্বাস করে। যখন আমরা স্থানীয় দেহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো, তখনই আমরা সেই দেহের অঙ্গ হওয়ার পূর্ণ আশীর্বাদ উপলব্ধি করতে পারব। যারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, তারা বেশী কিছু অর্জন করতে পারে না, এবং তারা কোনো কিছু করতে বেশী সাহায্য করতে পারবে না!

একমাত্র যখন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই, তখনই আমরা দীর্ঘস্থায়ী আশীর্বাদ ও উপকার লাভ করে থাকি। আমাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র "রবিবার সকালের বিনোদন" চায় এবং সেই কারণে তারা একটা মণ্ডলী

থেকে আরেকটা মণ্ডলীতে ঘুরে বেড়ায়। আমরা যে বার্তা শুনতে চাই, সেই বার্তা পালককে প্রচার করতে বলি। কিন্তু পালক যদি ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করে - যেটা প্রায়ই আমরা যা শুনতে চাই তার থেকে আলাদা - তাহলে আমাদের অঙ্গীকার জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরে উড়ে যায় ও আমরা দরজা দিয়ে বাইরে চলে যাই! আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদী উপকার ও আশীর্বাদ লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটা স্থানীয় দেহের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, সেখানেই সেবা ও কাজ করতে হবে।

পুরস্কার

ইব্রীয় ১১:৬
যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।

আমাদেরকে তাঁকে নিষ্ঠার সাথে অন্বেষণ করতে হবে। ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার বিষয়ে অঙ্গীকারের প্রয়োজন আছে। আমরা কি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ নাকি আমরা তাঁকে তখনই অন্বেষণ করি যখন আমাদের কাছে খালি সময় আছে? আমরা কি প্রার্থনায় ও ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ নাকি ঈশ্বরকে শুধুমাত্র তখনই অন্বেষণ করি যখন আমাদের কাছে সময় থাকে। বাইবেল বলে যে যারা ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন, কিন্তু তাদের দেন না যারা শুধুমাত্র সুবিধাজনক সময়ে তাঁকে অন্বেষণ করে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ, সে তার জীবনে ঈশ্বরের পুরষ্কারকে অনুভব করবে।

উন্নতি

১ তীমথিয় 4:15
এ সকল বিষয়ে চিন্তা কর, এ সকলে স্থিতি কর, যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ হয়।

যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ, সে উন্নতি করবে। পৌল তীমথিয় নামক একজন যুবককে পরামর্শ দিচ্ছেন যে কীভাবে ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী হতে হয়। তিনি তাকে বলছেন যে তীমথিয় যেন শিথিল উদ্যমের সাথে অথবা যখন সুবিধা হবে, তখনই যেন এই নির্দেশগুলিকে পালন না করে, কিন্তু যা কিছু তাকে শেখানো হয়েছে, সেইগুলির প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবিষ্ট করতে বলেছেন। পৌল বলেছেন যে যখন তীমথিয় এমনটি করবে, তখন তার উন্নতি, পরিপক্কতা, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই একই নীতি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। আমরা যেন ঈশ্বরের সেবক হওয়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই, ফসল কাটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই, অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি একটা উদাহরণ হওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই, এবং মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। সুতরাং, যখন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই, তখনই আমাদের উন্নতি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই উন্নতি করবে। যে ব্যক্তি শিথিল উদ্যমের সাথে কাজ করে, সে একই স্থানে স্থির হয়ে থাকবে। যখন আমাদের সামনে রাখা দায়িত্বের প্রতি আমরা নিজেদেরকে – আমাদের আত্মা, প্রাণ ও শরীর - সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে দিই, তখনই আমরা উন্নতি করবো ও লোকেরা তা দেখতে পাবে।

3

আপনি কি অঙ্গীকারবদ্ধ?

যদি কেউ আমাদের অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে আমরা দ্রুত উত্তর দিয়ে থাকি যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। হয়ত নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের অঙ্গীকারের উপর আরও বেশী আলোকপাত করবে।

- আমরা কি অঙ্গীকারবদ্ধ লোক নাকি আমাদের সুবিধা অনুযায়ী জীবন যাপন করি?
- আমরা কি সঠিক বিষয়টি সম্পন্ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ? আমরা কি ধার্মিকতার প্রতি, সর্বদা সঠিক কাজ করার প্রতি, সর্বত্র, ও সকল পরিস্থিতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ, নাকি আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা আপস করে থাকি?
- আমরা কি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি, আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি, এবং খ্রীষ্টের দেহের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ?
- আমরা কি আমাদের স্বামী/স্ত্রী, আমাদের বিবাহ ও আমাদের পরিবারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ? আমরা কি জীবনের ভাল ও মন্দ, উভয় সময়েই আমাদের স্বামী/স্ত্রীকে প্রেম করবো?
- আমরা কি আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ?
- আমরা কি আমাদের কর্মক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ, আমাদের কর্মকর্তাদের প্রতি, আমাদের সহকর্মীদের প্রতি ও আমাদের বন্ধুদের প্রতি কি অঙ্গীকারবদ্ধ?
- আমরা কি ঈশ্বরের সাথে সময় অতিবাহিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ?

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের অঙ্গীকার কতটা গভীর? প্রভু যীশু বলেছেন, *"আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে"* (মথি 10:22)। আমরা কি শুধুমাত্র সুবিধার সময়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকি, নাকি জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি, এমনকি তখনও যখন লোকেরা আমাদের ঘৃণা করে? যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের গভীরতা কতটা?

আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার কতটা? আমরা কি আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি শুধুমাত্র তখনই অঙ্গীকারবদ্ধ হই যখন সেখানে সুন্দর সঙ্গীত ও গান, ভাল প্রচার, এবং সবকিছু ভাল মনে হয়? নাকি তখনও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকি যখন সেই মণ্ডলী ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যায়? তখনও কি আমরা সেই মণ্ডলীতেই থাকবো, নাকি অন্য কোনো মণ্ডলীর অনুসন্ধান করবো?

অল পিপলস্ চার্চ-এ আমরা বাইরে বেরিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। যখন আমরা বাইরে গিয়ে যীশুর কথা প্রচার করি, তখন অবশ্যই আমরা লোকেদের মনকে আকর্ষিত করি। আমরা তাড়নার সম্মুখীনও হতে পারি। আমরা কি এমন একটা স্থানীয় মণ্ডলীতে থাকবো যেখানে আমরা তাড়নার সম্মুখীন হই, অথবা আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো? আমরা কি বলবো, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে আমি এই দেহের একটি অংশ এবং এই দেহ যদি তাড়নার সম্মুখীন হয়, তাহলে আমিও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকবো এবং আমার পথে যা কিছু আসবে, সেটার সম্মুখীন করবো?" আপনি যদি এমন কোনো মণ্ডলী খুঁজছেন যেখানে সবকিছু সুন্দর ভাবে হবে এবং কখনই তাড়না আসবে না, তাহলে অল পিপলস্ চার্চ আপনার জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। কিন্তু আপনি যদি এমন একটা দেহের অন্বেষণ করছেন যেটা নির্লজ্জ হয়ে যীশুর কথা ঘোষণা করবে, এবং এই কাজটি করতে-করতে তাড়নার মুখে পড়তে পারে, এবং আপনি যদি এমন একটা দেহ খুঁজছেন যেখানে যীশু খ্রীষ্টের নামে কিছু কষ্টভোগ সহ্য করতে পারেন, তাহলে অল পিপলস্ চার্চ-এ আপনার জন্য সাদর আমন্ত্রণ রইল!

ঈশ্বর আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন সুসমাচার প্রচার করতে, লোকেদেরকে অন্ধকারের রাজ্য থেকে তাঁর মহিমাময় আলোতে নিয়ে আসতে। আমরা যখন এই কাজটি করে থাকি, তখন শয়তান চুপ করে বসে থাকবে না। তাই, একটি স্থানীয় মণ্ডলীর অংশ হিসেবে, আমরা যেন তাড়নার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ও সেখান থেকে শক্তিশালী হয়ে জয়ী হওয়ার জন্য ইচ্ছুক থাকি। এটাই যেন আমাদের অঙ্গীকার হয়। ঈশ্বর আমাদেরকে একটা দেহ হিসেবে যে দর্শন দিয়েছেন, সেই দর্শনের প্রতি আমরা যেন অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি।

আমরা কি আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি? আমরা কি পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি? আমরা কি পরস্পরকে ভালোবাসি?

আমরা কি আমাদের শহরের মধ্যে খ্রীষ্টের দেহের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ? আমরা যদি আমাদের শহরের মণ্ডলীগুলি এবং তাদের পালক/পরিচর্যাকারীদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি, তাহলে তাদের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতে অথবা নিন্দা করতে আমাদের দ্বিধাবোধ হবে। আমরা সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করবো। যদি কেউ বিঘ্ন পায়, হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, ও ভুল করে, তখন তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করবো, তাদেরকে নিচু করবো না।

ঈশ্বর যে স্বপ্ন ও দর্শন আমাদের জীবনে দিয়েছেন, সেইগুলির প্রতি কি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ? বাইবেল আমাদের বলে, *"অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়, কেননা তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়"* (1 করিন্থীয় 15:58)। সর্বদা প্রভুর কাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন কারণ আপনি জানেন যে প্রভুর কাজ কখনই ব্যর্থ যাবে না।

প্রকাশিত বাক্য 3:15,16

15 আমি জানি তোমার কার্য্য সকল, তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত।

16 এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি।

আমাদের প্রয়োজন আগুনের মত উত্তপ্ত অঙ্গীকার। যদি যীশুর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার নাতিশীতোষ্ণ হয় তাহলে "কিছু কাজ" চালানোর মত অবস্থা যথেষ্ট নয়। আমাদের সবচেয়ে ভাল প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হবে, যদি সেটা প্রভুর যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আগুনের মত উত্তপ্ত অঙ্গীকার থেকে জন্ম না নেয়। আমাদেরকে হয় শীতল অথবা উত্তপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রভু যীশু আমাদের সাবধান করেছিলেন যে শেষ দিনে অনেকের প্রেম শীতল হয়ে পড়বে। *"আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে"* (মথি 24:12,13)। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আপনার অঙ্গীকার আপনাকে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে সাহায্য করবে।

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার সময় এখন!

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটিকে প্রচুর সংখ্যক রুটিতে পরিণত করে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে এক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে প্রবেশ করার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালীন পৃথকীকরণ।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, ***"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"*** **(রোমীয় 6:23)**। যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি পাক। আর সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রদান করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন—আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যা করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

"... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" **(প্রেরিত 10:43)।**

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" **(রোমীয় 10:9)।**

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা রয়েছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস তথা তিনি ক্রুশের উপর যা করেছেন, তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা নির্দেশরেখা মাত্র। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গেছ, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত সেচন করেছ এবং আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছ এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছ। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, না অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছ, তুমি আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, তুমি মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছ, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

অল পিপালস্ চার্চের সম্বন্ধে কিছু কথা

অল পিপালস্ চার্চ (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবণ ও জ্যোতির মতো হওয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হওয়া।

অল পিপালস্ চার্চ হল **যীশুকে প্রেম করা, ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ,** পরিবার মণ্ডলী, একটি প্রস্তুতির কেন্দ্র, এক মিশন ভিত্তিক ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী।

- একটি **পরিবার মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সহভাগীতায় একটি সম্প্রদায় হিসেবে বেড়ে উঠি, ঈশ্বরের দেহ হিসেবে পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি ও প্রেম করি।
- একটি **প্রস্তুতি কেন্দ্র** হিসেবে, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রস্তুত করি একটি বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়ার জন্য এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।
- এক **মিশন ভিত্তিক** হিসেবে, এই শহরটিকে, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য ও পবিত্র আত্মার শক্তির অলৌকিক প্রদর্শন করার জন্য অর্থপূর্ণ পরিচর্যাতে নিজেদের নিযুক্ত করি।
- এক **বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপীভাবে ঈশ্বরভক্ত নেতৃবৃন্দ ও আত্মায় পূর্ণ মণ্ডলীগুলিকে লালন-পালন করার দ্বারা সেবা করে থাকি, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অল পিপালস্ চার্চে, ঈশ্বরের আত্মার অভিষেক ও প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও আপসহীন বাক্যকে উপস্থাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ অ্যাপলজেটিক্স, সমকালীন পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি কখনই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে, চিহ্নকাজ, আশ্চর্যকাজ, পবিত্র আত্মার বরদান সহকারে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের মূল বিষয় হলেন যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আবেগ হল মানুষ, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মত পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল পিপালস্ চার্চ -এর অনেক মণ্ডলী রয়েছে। অল পিপালস্ চার্চ -এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Favor
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of Praying in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

নিয়মিত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ, অডিও, এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য নিশুল্ক উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে সম্মুখীন ও অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য। ক্রিসালিস কাউন্সেলিং হল পেশাগত ভাবে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয় পরামর্শদাতাদের একটি দল।

আমাদের এই পরিষেবা সকল বয়সের মানুষদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলা করে থাকে।

কৈশোর
ব্যক্তিগত মীমাংসা
সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা
পড়াশোনায় বিফলতা
কর্মক্ষেত্রে সমস্যা
পরিবার/দম্পতি: প্রাক-বিবাহ, বিবাহ
পিতা-মাতা/সন্তান/ভাই-বোন/সমকক্ষ
আচরণগত ব্যাধি
পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার
মনস্তাত্ত্বিক/আবেগজনিত সমস্যা
মানসিক চাপ/মানসিক আঘাত
মদ/মাদক আসক্তি
আধ্যাত্মিক সমস্যা
লাইফ কোচিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং -এর পরিষেবা ফি সাশ্রয়ী ও সহজে উপলব্ধ।

আমাদের কোন একজন প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট -এর সময় স্থির করার জন্য:

ওয়েবসাইট: chrysalislife.org
ফোন: +91-80-25452617 অথবা টোল ফ্রি (শুধুমাত্র ভারতে) 1-800-300-00998
ই-মেইল: counselor@chrysalislife.org

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং **অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ**-এর একটি পরিচর্যা।

অল পিপালস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপালস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে নিজ সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে এককালীন দান প্রদান অথবা মাসিকভাবে আর্থিক দান পাঠানোর দ্বারা আর্থিকভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের দেশব্যাপী এই কাজের জন্য সাহায্যার্থে আপনার পাঠানো যে কোন পরিমাণ অর্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

আপনারা আপনাদের দান চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা "All Peoples Church" এই নামে আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। নতুবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

একাউন্টের নাম: All Peoples Church
একাউন্ট নম্বর: 50200068829058
IFSC কোড: HDFC0004367
ব্যাংকের নাম: HDFC Bank, 7M/308 80Ft Rd, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bengaluru, 560043, Karnataka, India

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: *অল পিপালস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন:* **apcwo.org/give**

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনায় স্মরণে রাখবেন।

ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

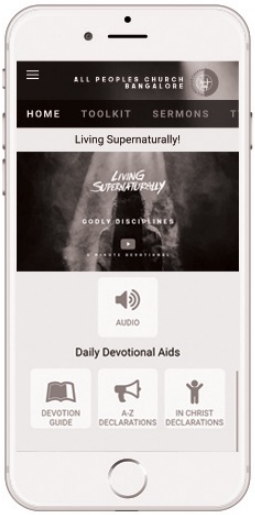

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই, যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করার উপর, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম আমরা প্রদান করি:

- এক বছরের সার্টিফিকেট ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (C.Th.)
- দুই বছরের ডিপ্লোমা ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (Dip.Th.)
- তিন বছরের ব্যাচেলর ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9 টা থেকে দুপুর 12 টা (UTC +5:30) পর্যন্ত।** শিক্ষা গ্রহণ করার তিনটি বিকল্প আমরা প্রদান করে থাকি।

- **চার্চ ক্যাম্পাসে:** ক্যাম্পাসের মধ্যে শারীরিক ভাবে মিলিত হয়ে ক্লাস করা।
- **অনলাইন:** অনলাইনে লাইভ লেকচারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **ই-লার্নিং:** অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের সুবিধামত গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা। **apcbiblecollege.org/elearn**

অনলাইনে আবেদন করার জন্য, এবং কলেজ, পাঠ্যক্রম, অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা, খরচ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার জন্য এবং আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইট দেখুন।

বর্তমান জগতে, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এমন একটা গুণ, যা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ মানুষেরা সেই কাজগুলি করতে চায় যা তাদের জন্য সুবিধাজনক এবং সেই কারণে অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষদের খুঁজে পাওয়া ততটাই কঠিন হয়ে উঠছে। অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া হল একটি অনুশাসন। এটি একটি ইচ্ছাকৃত নির্ণয় যা আমরা নিয়ে থাকি।

বাইবেল আমাদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। প্রভু যীশু বলেছিলেন, "কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না" (মথি 6:24)। এটার দ্বারা যীশু বোঝাতে চেয়েছেন যে এটা হল আমাদের জন্মগত স্বভাব। মানুষ দুই প্রকারের অঙ্গীকার করতে পারে না যা পরস্পরের বিপরীত। এই পুস্তকটি আমাদের অঙ্গীকারের শক্তির উপর জোর দেয় এবং আপনার সকল কাজে আপনাকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। এখনই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার সময়!

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org